তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬০

ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

কুইটো, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 যশোর-৬ আসনের সাংসদ ও সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। মন্ত্রী মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

 ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটোতে অবস্থানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক শোকবার্তায় বলেন, ইসমাত আরা সাদেকের অবদান এদেশের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। তাঁর মৃত্যুতে রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা অপূরণীয়।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২২৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯

**আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। তিনি বলেন, দেশে ছয় লাখ আইটি ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে কিন্তু তাদের আয়ের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। নতুন নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফ্রিল্যান্সারদের এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মিরপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) মিলনায়তনে ‘ব্যাংকিং খাতে আউটসোর্সিং বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন’ বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তুলতে সরকার সর্বাত্মক সহায়তা করবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরকে ক্যাশলেস ও পেপারলেস সেক্টর হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কাজ চলছে।

 পলক বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ৫৬টি মন্ত্রণালয়ে পৃথক পৃথক ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই ২৩ মন্ত্রণালয়কে এর আওতায় আনা হয়েছে। তিনি দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পদ্ধতিতে এগিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন। প্রতিমন্ত্রী কর্মশালার তথ্য, উপাত্ত ও প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কাজে লাগিয়ে দেশের আউটসোর্সিং খাতকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক মোঃ আক্তারুজ্জামান, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্পের পরিচালক মোঃ রেজাউল করিম, বাক্য এর সভাপতি ওয়াহীদ শরীফ, এলআইসিটির পলিসি এডভাইজার শামি আহমেদ ও বিআইবিএম-এর পরিচালক ড. শাহ মোহাম্মদ আহসান হাবীব।

#

শহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮

উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসন করতে হবে

 --- শ্রম প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, হকারদেরকে উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি হকার্স মার্কেটগুলো হকারদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

 রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ জাতীয় হকার্স লীগ আয়োজিত জাতীয় মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আজ প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, হকাররা সুন্দর পরিবেশে পুনর্বাসিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

 বাংলাদেশ জাতীয় হকার্স লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসমাবেশের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর। অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় হকার্স লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া এবং ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি মোঃ জামাল হোসেন নুর বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭

**নির্বাচন কমিশনের বিধি-বিধান বিএনপি’র জন্য লাভজনক**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের বিধি-বিধান বিএনপি’র জন্য লাভজনক, কারণ মন্ত্রী বা এমপিবৃন্দ প্রচারণায় অংশ নিতে পারেন না।’

 আজ অপরাহ্নে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি খোরশেদ আলম খসরুর নেতৃত্বে কমিটির সাথে বৈঠকের শুরুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী। তথ্যসচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িংফিল্ড’ আছে কি না- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনে তো ‘লেভেল প্লেয়িংফিল্ড’ আছেই এবং সেটি বিএনপির পক্ষে। কারণ, পাশ্ববর্তী দেশ ভারত পৃথিবীর সবচাইতে বড় গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে ভোটারের সংখ্যা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। সেই দেশে মন্ত্রীরা সরকারি প্রটোকল বাদ দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যে পর্যায়েরই মন্ত্রী হোক না কেন। সংসদ সদস্যরাতো পারেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশেও মন্ত্রী-সংসদ সদস্যরা সরকারি সুযোগ সুবিধা বাদ দিয়ে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশে আমরা পারছি না। এটি বরং বিএনপিকে সুবিধাজনক অবস্থান দিয়েছে, সুতরাং প্লেয়িংফিল্ডটা তাদের পক্ষে।’

**চট্টগ্রাম গণহত্যার বিচারে তথ্যমন্ত্রীর সন্তোষ**

 চট্টগ্রাম গণহত্যার বিচার সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘৩২ বছর পর এই হত্যা মামলার রায় হয়েছে। এজন্য অবশ্যই আমরা সন্তুষ্ট। আমি মনে করি এই গণহত্যা চালানোর জন্য ঢাকা থেকে যারা নির্দেশ দিয়েছিল তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। একইসাথে ১৯ বছর আগে সিপিবির সমাবেশে যেভাবে হামলা করে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল- সেটিরও যে বিচার হয়েছে, এজন্য সন্তোষ প্রকাশ করছি।’

 গণহত্যার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে ড. হাছান বলেন, ‘১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি তৎকালীন ও বর্তমান আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেদিন চট্টগ্রামে লালদিঘি ময়দানে একটি জনসভা করার জন্য চট্টগ্রাম বিমান বন্দর থেকে গাড়ি বহর নিয়ে আসছিলেন। আমি নিজে সেই গাড়ি বহরের সামনে মিছিলের সামনের সারিতে সামনে ছিলাম। আমরা যখন কোতয়ালী মোড় অতিক্রম করি তখন থেকেই গুলি শুরু হয় এবং নির্বিচারে গুলি চালানো হয়।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা এই হামলা পরিচালনা করেছিল তাদের উত্তরসূরিরা কিন্তু এখনও সক্রিয়। আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।’

**আইন-আদালত স্বাধীন**

 দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক-সহ প্রথম আলোর বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার বিষয়ে মন্তব্য চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, দেশে আইন এবং আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করছে, তাদের জামিন পাওয়ার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয়েছে।

চলমান পাতা-২

পাতা- ২

**কেটেছে চলচ্চিত্রের বন্ধ্যাত্ব, মধ্যবিত্ত আবার হলমুখী**

 ‘চলচ্চিত্রের বন্ধ্যাত্ব কেটে গেছে এবং মধ্যবিত্ত আবার হলমুখী হয়েছে’, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী।

 চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতা-শিল্পী ও কুশলীরা মেধাবী। অতীতেও তারা মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

 মন্ত্রী এ সময় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। চলচ্চিত্রের জন্য বাৎসরিক অনুদান ৫ থেকে ১০ কোটি টাকা উন্নীত করা, চলচ্চিত্রপ্রতি অনুদানের পরিমাণ ৬০ থেকে ৭৫ লাখ করা, অনুদানের চলচ্চিত্রের হলে মুক্তিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র শিল্পীকল্যাণ ট্রাস্ট গঠনে অগ্রগতির কথা জানান তিনি।

 চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিনোদন দেয়ার সাথে সাথে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক ছবিতে যেন একটি বার্তা থাকে, সেই অনুরোধ জানিয়ে ড. হাছান প্রযোজক-পরিবেশকদের বলেন, সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরে তা দূর করার জন্য এবং সমাজকে সঠিকখাতে প্রবাহিত করার জন্য বার্তাসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাই।

 সভার শুরুতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি’র নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু’র নেতৃত্বে সদস্যবৃন্দ তথ্যমন্ত্রী ও তথ্যসচিবকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। খোরশেদ আলম খসরু এ সময় প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে বিএফডিসি থেকে সেন্সর বোর্ডকে প্রদেয় ছাড়পত্রের জন্য নবনির্ধারিত এক লাখ টাকা ফিস কমানোর আবেদন জানান ও চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।

 সমিতির কার্যকরী কমিটির ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামাল মোঃ কিবরিয়া (লিপু), সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সামসুল আলম প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৬

বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংষ্কৃতি এখন গত

 --- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামের লালদীঘিতে আওয়ামী লীগের জনসভায় ২৪ জনকে গুলি করে হত্যা ও ২০০১ সালে ঢাকায় সিপিবির সমাবেশে বোমা হামলায় হত্যা মামলার রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, এই দু’টি মামলার বিচারের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো, অপরাধীরা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, তাদের যতই ক্ষমতা থাকুক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে দেশে প্রত্যেকটা অপরাধের, প্রত্যেকটা অন্যায়ের বিচার হবে। দীর্ঘদিন দেশে বিচারহীনতার সংষ্কৃতি চালু ছিল, সে সংষ্কৃতি এখন গত।

 আজ সচিবালয়ে পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দের নিকট সমিতির বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ ৩০ লাখ টাকার অনুদান মঞ্জুরিপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। আইন ও বিচার বিভাগের সচিব গোলাম সারওয়ার ও যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সাময়িকভাবে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে হয়তো কেউ কিছুদিনের জন্য আইনের ঊর্ধ্বে আছেন বলে একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে থাকতে পারেন। কিন্তু অপরাধীদেরকে শেষ পর্যন্ত আইনের আওতায় আসতেই হবে।

 খালেদা জিয়ার জামিন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়াকে সাজা দিয়েছে আদালত এবং তিনি সাজা ভোগ করছেন। তার জামিনের আবেদন সর্বোচ্চ আদালত নাকচ করে দিয়েছে। এখানে সরকারের কিছু করার নেই। সরকার এটা নিয়ে এখন ভাবছে না। তিনি আরো বলেন, এটা রাজনৈতিক মামলা নয়। কারণ মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নয়।

#

রেজাউল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৫

প্রেস ব্রিফিংয়ে শিল্পমন্ত্রী

সরকার লবণচাষিদেরকে সুরক্ষা প্রদান করবে

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 দেশীয় লবণ শিল্পের স্বার্থে লবণচাষিদেরকে সরকার সবধরনের সুরক্ষা প্রদান করবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, শিল্প লবণের আড়ালে কেউ যাতে ভোজ্য লবণ আমদানি করতে না পারে সে বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় সচেতন রয়েছে। অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় রেখে শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কাজ করছে।

 আজ ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত কর্মসূচি এবং গত এক বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জন বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এ সময় বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী বলেন, গত এক বছর শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে মন্ত্রণালয় কাজ করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল আগামী বছর দৃশ্যমান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সারের ব্যবস্থাপনায় বিদেশ নির্ভরতা কমাতে নরসিংদীর ঘোড়াশালে উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন অত্যাধুনিক সার কারখানা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় উল্লেখ করে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার সাথে সাথে সফলতার সংবাদও গণমাধ্যমে যথাযথভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা হলে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন আনন্দদায়ক ও পরিপূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিসিকের মাধ্যমে লবণচাষিদের কাছ থেকে সরাসরি লবণ ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা প্রদান করা হবে। তিনি সারের বাফার গুদাম নির্মাণ-সহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেবার নির্দেশনা প্রদান করেন।

 শিল্পসচিব বলেন, এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ৬ শতাংশের কম সুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

 প্রেস ব্রিফিংয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করা হবে**

 **- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ অনুবাদ করা হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজিতেও বঙ্গব্ন্ধুর ভাষণ থাকবে।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

 তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীর উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

 মুজিববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে - তিন পার্বত্য জেলায় ৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য মেলা আয়োজন,  হিমালয় প্রদেশের একটি রেঞ্জে নামকরণবিহীন স্থানে পর্বতারোহন এবং বঙ্গবন্ধুর নামে এর নামকরণ। এছাড়া রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে ৭১ ফুট উঁচু বঙ্গবন্ধু ম্যূরাল উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি ও সেই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বক্তব্য সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ, ‘Tour-De CHT Mountain Biking’ এবং স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় জানানো হয়।

 পাশাপাশি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে সমম্বয় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগডাছড়িতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর নামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্ততা করেন, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর ভাইস চেয়ারম্যান মো: মাহিনুল ইসলাম, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাছির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৩

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 আজ পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

মারুফ/মাহমুদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২

একনেকে ৮ প্রকল্প অনুমোদন

**ব্যয় প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) ৮টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে প্রায় ২২ হাজার ৯৪৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

 অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: শিল্প মন্ত্রণালয়ের ‘বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের ‘এসআরডিআই-এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস)’ প্রকল্প; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নাসিং কলেজ স্থাপন, জামালপুর (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প; ‘কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন’ প্রকল্প।

 এছাড়া সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের তিনটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; ‘লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) ও লক্ষীপুর-চর আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) (চেইনেজ ০+০০০ হতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ’ প্রকল্প এবং ‘ভোলা (পরান তালুকদারহাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৫১

**ইসমত আরা সাদেক এর মৃত্যুতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চিফ হুইপের শোক**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ইসমত আরা সাদেক এর মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 এক শোকবার্তায় স্পিকার বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদকে হারালো। দেশের জন্য তাঁর অবদান তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। তিনি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

 ইসমত আরা সাদেক আজ রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

 পৃথক শোকবার্তায় ডেপুটি স্পিকার ও চিফ হুইপ ইসমত আরা সাদেক এর মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

তারিক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৪২৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০

**মধুমেলা-২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধুমেলা-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পৈত্রিক ভিটা যশোরের সাগরদাঁড়িতে সপ্তাহব্যাপি ‘মধুমেলা-২০২০’ আয়োজিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

 মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জল নক্ষত্র। কালজয়ী এ সাহিত্যিকের লেখায় ফুটে উঠেছে বাঙালির স্বজাত্যবোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাব। তাঁর অনন্য সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নবজীবন দান করেছেন। তিনি আমাদের বিচিত্র কাব্য-সম্ভার উপহার দিয়েছেন।

 সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা এবং বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের পথিকৃৎ। বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করে মণি-মুক্তা আহরণ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, ট্রাজেডিসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অমর সৃষ্টি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

 ‘মধুমেলা-২০২০’ উপলক্ষে স্মরণিকা ‘মধুকর’ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ শ্রদ্ধাস্মারক কবির অনন্য সাহিত্য প্রতিভা ও দেশাত্ববোধ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

 আমি ‘মধুমেলা-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/*জুলফিকার/আসমা/২০২০/১২৪৪ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামক সেবাবক্স সংযোজন**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট এ ‘মুজিব শতবর্ষ’ নামে একটি সেবাবক্স সংযোজন করা হয়েছে।

 এই সেবাবক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ আলোকচিত্র, মুজিব শতবর্ষ
উদ্‌যাপন বিষয়ক তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র ও ফিচার সংরক্ষিত রয়েছে।

 সেবাগ্রহীতারা সহজেই তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইট [http://www.pressinform.gov.bd](http://www.pressinform.gov.bd/) এর মুজিব শতবর্ষ নামের সেবাবক্স হতে উল্লিখিত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম*/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮

**মধুমেলা-২০২০ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মধুমেলা-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের বুকে লালিত সাগরদাঁড়ী গ্রামে সপ্তাহব্যাপী ‘মধুমেলা-২০২০’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি কবির স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

 ক্ষণজন্মা কবি মাইকেলের বহুমাত্রিক প্রতিভার ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য পেয়েছে নতুন পথের দিশা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্যের স্রষ্টা, প্রথম মৌলিক নাটকের রচয়িতা এবং সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। এই অনন্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে আজো আলোকিত করে রেখেছেন তাঁর অমর ও উজ্জ্বল সাহিত্য কর্ম দিয়ে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এ সাহিত্য ভাণ্ডারে এনে দিয়েছেন চিন্তা ও সৃষ্টির এক ব্যতিক্রমধর্মী ধারা। মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধায় সমুজ্জল এবং মানবিক মূল্যবোধের আলোয় আলোকিত কবির সাহিত্যকর্ম যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে বাঙালি জাতিকে।

 আমি ‘মধুমেলা-২০২০’ উপলক্ষে স্মরণিকা ‘মধুকর’ প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি মধুমেলা আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারবে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ও কর্মের গুণে আমাদের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আমি মধুমেলা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

 আমি ‘মধুমেলা-২০২০’ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/*আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪৭

**ই-পাসপোর্ট প্রদান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জানুয়ারি ই-পাসপোর্ট প্রদান উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “দেশের নাগরিকগণকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-পাসপোর্ট প্রদান করা হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সেবাধর্মী এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে পূর্ণাঙ্গ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

 আওয়ামী লীগ সরকার ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সকল উদ্যোগকে ডিজিটাল কার্যক্রমে রূপান্তরিত করেছে। দেশের অভ্যন্তরে ৬৪টি জেলায় ৬৯টি পাসপোর্ট অফিস, ৩৩টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, বিদেশস্থ ৭৫টি বাংলাদেশ মিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং-এর মাধ্যমে পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট সেবাকে আন্তর্জাতিক ও উন্নত বিশ্বের সমমানে উন্নীত করতে ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অদ্যাবধি প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ বাংলাদেশি নাগরিককে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও প্রায় ১৫ লাখ বিদেশি নাগরিককে মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন সেবাকে যুগোপযোগী করতে ই-পাসপোর্ট প্রদান করতে যাচ্ছি। ই-পাসপোর্টের সঙ্গে ই-গেটও সংযোজিত হচ্ছে। ই-পাসেপোর্ট ও ই-গেট সংযোজিত হলে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট সেবা সহজ, স্বাচ্ছন্দময় ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে।

 পাসপোর্ট বহির্বিশ্বে একটি দেশ ও জাতির মর্যাদা নির্দেশক এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিল। দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত ও অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-পাসপোর্ট একটি যুগোপযোগী নাগরিক সনদ। বাংলাদেশের জনগণের হাতে ই-পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরো একটি মাইল ফলক স্পর্শ করা হলো।

আমি ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৩০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৪৬

**ই-পাসপোর্ট প্রদান উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ মাঘ (২১ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২২ জানুয়ারি ই-পাসপোর্ট প্রদান উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্যোগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ই-পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সেবাধর্মী এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে সর্বক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাসপোর্ট বহির্বিশ্বে একটি দেশ ও জাতির মর্যাদা নির্দেশক ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিল। বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, গবেষণাসহ নানা কারণে এ দেশের মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে হয়। দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ‘ই-পাসপোর্ট’ প্রদান একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

মুজিববর্ষের শুভলগ্নে দেশের জনগণের হাতে ই-পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরো একটি মাইলফলক, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আমি আশা করি জনগণকে দ্রুততম সময়ে নির্বিঘ্ন সেবাপ্রদানে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে। মনে রাখতে হবে, জনসেবাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পবিত্র দায়িত্ব। দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সেবার মানোন্নয়নে আরো তৎপর থাকবে - দেশবাসী তা প্রত্যাশা করে।

আমি ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১৩৫ ঘণ্টা